দৈনিক খবর

তারিখ .. 07 NOV 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের অসহায় অবস্থা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৬ই নভেম্বর (শাহজাহান সাজু প্রেরিত)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গত ১লা নভেম্বর থেকে তার নিজস্ব ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরে যাত্রা শুরু করে। দীর্ঘ একযুগ পর শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-তার নিজস্ব ক্যাম্পাসে ফিরে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে ফিরে যাবার পূর্ব মুহূর্তে উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ তার কুষ্টিয়াস্থ বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে ভিসি তার লিখিত বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো আধুনিক করায় তার পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন।

লিখিত বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নত্তোর পর্বে উপাচার্য আঃ হামিদ প্রশ্নবানে জর্জরিত হন। তিনি অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বার বার ডানে বামে তার অন্যান্য সহযোগীদের দিকে তাকাতে থাকেন এবং তখন তার সহযোগীরা উত্তরদানে উপাচার্যকে সহযোগিতা করেন। কিন্তু তথাপিও অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে যান।

সিলেবাস পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদ্রাসা বানানোর ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তর ভিসি বলেন, সরকারের নির্দেশে সিলেবাস পরিবর্তন করে ৫০% ইসলামী চরিত্র সংযোজন করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারী–কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উপাচার্য প্রসঙ্গ পাশ কাটিয়ে যান। তিনি রাজশাহীতে তার নিজস্ব বাস ভবনের জন্য প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা বাড়ী ভাড়া গ্রহণ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে বর্ণনা

৫–এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলনে

৬ এর পাতার পর

দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ঢাকায় একটি অভিজাত এলাকার জন্য ১৮ হাজার টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তা অবশ্যই টেন্ডারের মাধ্যমে নিতে হয়। কিন্তু উপাচার্য কোন রকম টেন্ডার না দিয়ে রাজশাহীর মত একটি মফস্বল শহরে উপাচার্যের নিজস্ব বাড়ীর জন্য প্রতিমাসে ১৫০০০ টাকা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য কোন উত্তরদিতেপারেননি।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির স্থায়ী নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে উপাচার্য কোন উত্তর দিতে পারেননি। এছাড়াও আর্থিক প্রশ্নের জবাবে তিনি উত্তর দিতে অপারগ হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ একর জমি সরকারকে ফেরতদান সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারেননি এবং গত আর্থিক বছরে ২ কোটি এবং বর্তমান আর্থিক বছরে ৪ কোটি টাকা সরকার কর্তৃক কেটে রাখা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ বলে অনুদান সঠিকভাবে আসছে না বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য উপাচার্যের অপসারণের দাবীতে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছে।